যুগান্তর

তারিখ 22 JUN 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন

স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রণয়নের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনের মহাসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। এ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত দাবিগুলো হল— অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তন করা, শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী সময়ে ঘোষিত বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করে সব বৈষম্য দূরীকরণপূর্বক সিলেকশন গ্রেড, অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা সিনিয়র সচিবের (যদি ৮ম বেতন কাঠামোতে প্রস্তাবিত পদটি রাখা হয়) সমতুল্য করা, অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা পদায়িত সচিবের সমতুল্য করা, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের বেতন কাঠামো ক্রমানুসারে নির্ধারণ করাসহ শিক্ষকদের যৌক্তিক বেতন নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রীয় ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষকদের প্রত্যাশিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী পদমর্যাদাগত অবস্থান নিশ্চিত করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ গাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করা।

এসব দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো রয়েছে। শ্রীলংকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আট বছর চাকরি করার পর শুল্কমুক্ত গাড়ি ক্রয় করতে পারেন। এই সুবিধা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নবায়নযোগ্য। পাকিস্তানে ব্রেইন-ড্রেইন বন্ধ করার জন্য সেদেশের সরকার উচ্চ শিক্ষা ফান্ড গঠন করে। সম্পূর্ণ দেশের অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবীদের বিদেশ পাঠায় এবং উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা নিশ্চিত করে। ভারতে পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মতো স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের ভাতা পেয়ে থাকেন। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে প্রবেশের অব্যবহিত পর শিক্ষকরা ২ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ রুপি পর্যন্ত 'রিসার্চ প্রমোশন গ্র্যান্ট' নামক এককালীন ভাতা পেয়ে থাকেন। এর বাইরে গবেষণার জন্য রয়েছে সরকারি বিভিন্ন অনুদান। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন সরকারি কর্মকর্তা গাড়ির জন্য ৩০ লাখ টাকা পেয়ে থাকেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসেবে পান মাসিক ৪৫ হাজার টাকা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, চলমান বেতন কাঠামোতে একজন সহযোগী অধ্যাপকের বেতন সরকারি কর্মকর্তার এই গাড়ি সুবিধার জন্য প্রাপ্ত অর্থের কাছাকাছি। মাকসুদ কামাল বলেন, গত বছর সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে ১০০টি বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বৃত্তি গ্রহণের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ৬৭ জনের বেশি কর্মকর্তা পাওয়া যায়নি। প্রতি কর্মকর্তাকে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য সরকারি তহবিল থেকে ২৪ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এই রকম কোনো বৃত্তি বরাদ্দ নেই। তাই তরুণ শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ কিংবা আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।

স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তনের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে একটি কমিশন গঠন করার দাবি জানান তারা।